PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Ei Samay (2)

Name of Newspaper :-
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 26/10/18

প্যাটেলের জন্মদিন ঘিরে প্রশ্নে ইউজিসি

এই সময়: এ বার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন পালনকে ঘিরেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ামক সংস্থা ইউজিসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ এই সংস্থা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের চিঠি দিয়ে বলেছে, ভারত সরকার আগামী ৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনকে 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউজিসির ওই চিঠিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী বলে মনে করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বলেন, 'ইউজিসি বারে বারেই রাজ্য সরকারকে অন্ধকারে রেখে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি দিচ্ছে। বছরখানেক আগেও ওরা সরাসরি রাজ্য সরকারকে সমস্ত বিষয়ে আগে জানাত।' শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কিছু বলা হবে আর রাজ্য সরকার জানবে না, এটা কী করে মেনে নেওয়া যায়?' উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক পদস্থ অফিসার বলেন, 'সম্প্রতি গান্ধীজয়ন্তী এবং সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দু'বছর পূর্তি নিয়েও ইউজিসি একই রকম ভূমিকা নিয়েছিল। বারেই বারেই দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি পাঠিয়ে তার কপি দেওয়া হচ্ছে আচার্য তথা রাজ্যপালকে। তার পর রাজভবন থেকে আমাদের ডেকে পাঠিয়ে বলা হচ্ছে এই করতে হবে, সেই করতে হবে।'

চিঠিতে ইউজিসির তরফে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে ৩১ অক্টোবর ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্মচারীদের নিয়ে সম্প্রীতি দৌড়ের আয়োজন করতে হবে। এ ছাড়াও রচনা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ ও বিতর্কের আয়োজন করতে হবে। যেখানে যেখানে এনসিসির ইউনিট আছে সেখানে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের ডেকে আলোচনার বন্দোবস্ত করতে হবে। এই ধরনের কর্মসূচি নিলে দেশ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি যোগানো যাবে বলে মনে করছে ইউজিসি। প্রসঙ্গত, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির ক্ষেত্রেও এই ধরনের কর্মসূচি পালনের কথা বলা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। রাজ্য সরকার তখন স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তা পালন করা হবে না। গান্ধীজয়ন্তী পালন নিয়ে রাজ্য সরকার অবশ্য কোনও বিতর্কে জড়াতে চায়নি। বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন পালন করা হবে না, এমন কোনও ইঙ্গিত নবান্ন থেকে মেলেনি। কিন্তু ইউজিসির ভূমিকা নিয়ে নবান্নের কর্তাদের প্রশ্ন রয়েছে। তাঁরা মনে করছেন, ইউজিসি আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলিহেলনে এই ভূমিকা নিয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ইউজিসির ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে, তেমনই কেন্দ্র-রাজ্যের বিতর্ক দেখা দিচ্ছে এই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে।

এর আগেও নানা সময় ইউজিসির বহু সুপারিশ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর কখনও শিক্ষক দিবসে স্কুলে স্কুলে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনানো, কখনও স্বচ্ছতা দিবসে স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে চিঠি লেখানোর সুপারিশে বিতর্ক তৈরি করেছে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকও। শুধু রাজ্য সরকার নয়। বহু শিক্ষাবিদ ও পড়ুয়াদের বক্তব্য, বছর বছর শিক্ষাখাতে টাকা, স্কলারশিপের বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে ইউজিসি। উল্টে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য না-করে, স্বশাসন দেওয়ার নাম করে তাদের অর্থ উপার্জনের রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করছে কেন্দ্র ও কেন্দ্রচালিত মঞ্জুরি কমিশন। সে সব দিকে নজর না-দিয়ে, শিক্ষার মানোন্নয়নে সুপারিশ না-করে বার বার কেন এমন সব বিতর্কিত সুপারিশের পথে হাঁটছে ইউজিসি, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বহু মানুষের মধ্যে।

গুজরাটে তৈরি হচ্ছে সর্দার প্যাটেলের এই বিশাল মূর্তি — এই সময়

> ইউজিসি বারে বারেই রাজ্য সরকারকে অন্ধকারে রেখে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি দিচ্ছে। বছরখানেক আগেও ওরা রাজ্যকে সমস্ত বিষয়ে জানাত
> **পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী**

> সম্প্রতি গান্ধীজয়ন্তী এবং সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়েও ইউজিসি ভূমিকা নিয়েছিল
> **উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক**

UGC's question regarding the birthday of Patel. (Ei Samay, Bengali, 26.10.18)